ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... ৩ ...

06

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

এবার সাড়ে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নিতে পারছে না

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ পদ্ধতিগত ত্রুটি, অদূরদর্শিতা ও খামখেয়ালিপনার কারণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪-'৯৫ শিক্ষা বর্ষে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য আবেদনকৃত প্রায় সাড়ে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এদের প্রত্যেকেই ভর্তির সার্কুলার অনুসারে ১৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম ক্রয় করে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২১ এপ্রিল, '৯৫।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে নির্ধারিত ৫৭০টি আসনের জন্য ৫,৭০০ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ বছর ১০ হাজার ১৮টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ফলে বাছাই-এর পর ৪,৩১৮ জন বাদ পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাদ পড়া ৪,৩১৮ জন ভর্তিচ্ছুদের নিকট ১৫০ টাকা হিসাবে ফর্ম বিক্রি করে আয় করেছে ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৭শ' টাকা।

ভর্তির সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে, দু'টি ২য় বিভাগ থাকলে (অর্থাৎ ৯০০ মার্ক) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। সেখানে আসন সংখ্যার দশগুণ হিসাবে বাছাই করার পর ন্যূনতম মার্ক দাঁড়িয়েছে ১,৩৪৪। অর্থাৎ যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিলে মোট ন্যূনতম ১,৩৪৪ মার্ক পেয়েছে শুধু তারাই এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ সার্কুলারে দুটো দ্বিতীয় বিভাগ উল্লেখ না করে দুটো প্রথম বিভাগ উল্লেখ করলে ছাত্র-ছাত্রী এ হয়রানির শিকার হতো না। অদূরদর্শিতা এর প্রধান কারণ বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।

আবার যারা এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাসকৃত দুই ধরনের ব্যাচ রয়েছে। একটি পুরনো পদ্ধতি এবং অপরটি এমসিকিউ পদ্ধতি। এই দু'টি ব্যাচকে একই দাঁড়ি পাল্লায় পরিমাপ করে মোট নম্বর হিসাবে বাছাই করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান যে সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি তা সকল সচেতন মহলই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। অথচ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া গত তিন বছর ধরে যারা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কৃষি বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পাস করবে তারা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগই পাবে না।